সংক্ষিপ্তসার- গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য

Sem-4, CC-10, Module-1

— By T.K.D [২৪.৪.২০]

অধ্যাপক বার্কার তাঁর "Greek Political Theory" নামক গ্রন্থে বলেছেন রাজনৈতিক চিন্তাধারার সূত্রপাত ঘটেছে গ্রীক যুগে, গ্রীক মননশীলতার পরিচ্ছন্ন যুক্তিবাদীতা এবং স্থিতধী মানসিকতা রাষ্ট্রচিন্তার উদ্ভবের সঙ্গে জড়িত। ওয়েবার (weber) মনে করেন বর্তমানে আমরা যাকে রাষ্ট্রচিন্তা বলি, বিশেষ করে পশ্চিমী রাষ্ট্রচিন্তা, তা সম্পূর্ণরূপে গ্রীকদের সৃষ্টি। জর্জ স্যাবাইন মনে করেন আধুনিক রাজনৈতিক ধারনাগুলি যেমন— ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাংবিধানিক ব্যবস্থা, আইন ইত্যাদি সকলই গ্রীক মনন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রতিফলন। বস্তুত, আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার প্রাথমিক ভিত্তি গ্রীসিয় দার্শনিকগন যোগান দিয়েছিলেন। যার প্রভাব বর্তমান যুগেও অনুভূত হয়। প্লেটো ও অ্যারিস্টটল তাদের সমকালীন গ্রীক রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও প্রতিষ্ঠানের আলোকে যে রাজনৈতিক আদর্শ ও ফলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার জন্ম দিয়েছিলেন তার ধারাবাহিকতা আজও পরিলক্ষিত হয়।

প্রসঙ্গত গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তার উদ্ভব ও বিকাশধারা আলোচনা করতে গেলে তৎকালীন গ্রীসের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিশ্লেষন স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক ধারনা ও প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছিল। অধ্যাপক বার্কার মনে করেন নগররাষ্ট্রকেন্দ্রিক গ্রীসিয় জীবন সকল রাজনৈতিক দর্শনের উদ্ভবের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল।

* নিম্নে গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করিলাম :-

i) প্রাচীন গ্রীসিয় রাষ্ট্রচিন্তায় রাষ্ট্র ও সমাজ এবং রাষ্ট্র ও ধর্মীয় সংগঠনের মধ্যে কোন রূপ বিভেদরেখা টানা হয়নি, ব্যক্তিও সমাজের মধ্যেও কোনরূপ পার্থক্য ছিল না, ব্যক্তির মঙ্গলকে সমগ্র সমাজের মঙ্গল হিসাবে গন্য করা হত। এ প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য : যে মানুষ সমাজ বহির্ভূতভাবে বাঁচতে চায় সে হয় পশু নয় দেবতা।

ii) প্রাচীন গ্রীসে সোফিস্ট দার্শনিকদের রাষ্ট্রচিন্তার উদ্ভাবক হিসাবে গন্য করা হয়। সোফিস্টদের দর্শন চিন্তায় অভিজ্ঞতাবাদ গুরুত্ব পেয়েছিল। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের উপযুক্ত কাঠামো কি

Scanned with CamScanner

হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তারা তত্ত্ব রচনা করেছিলেন, আবার এপিকি- উরিয়াস ও তার অনুগামীগণ রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রসঙ্গে এড়িয়ে গিয়ে ব্যক্তির স্বয়ং নির্ভরতার কথা আলোচনা করেছেন, লোকায়েত দর্শনে বিশ্বাসী সিনিকগণ এবং স্টোয়িকগণ রোমান আইনের ধারণায় প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এরা প্রধানত বহিরাগত রূপেই বসবাস করতেন, তাই নগররাষ্ট্রের গতানুগতিকতার প্রতি তাদের কোনো ক্ষমতা ছিল না,

iii) তবে গ্রীসীয় রাষ্ট্রচিন্তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল চরম যুক্তি নির্ভরতা। এরা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি, বর্জন তত্ত্ব, সমালোচনাবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে যুক্তি নির্ভরতার বিজয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, গ্রীক তত্ত্বসমূহে রাজনীতি ও নৈতিকতার মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করা হয়নি, বলা হয় যে, সমগ্র গ্রীসীয় রাষ্ট্রচিন্তা নীতি বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তিশীল ছিল, এদিক দিয়ে বিচার করে বলা যায় যে, প্লেটোর 'Republic' ছিল রাজনীতি অপেক্ষা অনেক বেশি নীতিবোধ ভিত্তিক,

iv) গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তাবিদরা শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে গিয়েছিলেন। এবং সংবিধানের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন তার গুরুত্ব অত্যন্ত জোরের সঙ্গে স্বীকার করে গিয়েছিলেন। তারা শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটির ওপরও অধিক জোর দিয়েছিলেন। যা আত্মসংযম, স্বদেশপ্রেম, সংযমশীলতা ও অন্যান্য অনুরূপ গুনাবলীকে বর্ধিত করতে সাহায্য করত,

v) গ্রীক দার্শনিক বা রাষ্ট্রচিন্তার আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তিকে রাজনৈতিক জীব হিসেবে ব্যাখ্যায়িত করা, গ্রীক দার্শনিকদের কাছে মানুষ ছিল প্রকৃতিগতভাবেই একটি রাজনৈতিক জীব, তারা মনে করতেন রাষ্ট্রের অধীনে ব্যক্তিসত্ত্বার পূর্ণ পরিণতি ঘটে। অতএব রাষ্ট্র ছিল মানব সমাজের এক অপরিহার্য সংগঠন, অ্যারিস্টটলের লেখনীতে রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় সংগঠনরূপে প্রতিভাত হয়েছে, রাষ্ট্রের লক্ষ্য হল 'Highest Common good' (সর্বোচ্চ সাধারণ মঙ্গল সাধন)। রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিকে গ্রীক দার্শনিকগণ একটি সামাজিক সামগ্রীকতার মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন,

vi) গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তায় যুক্তিবাদ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। গ্রীক চিন্তাবিদরা তাদের চিন্তাধারায় যুক্তিবাদ এক তাৎপর্যপূর্ণ স্থান প্রদান করেছিলেন, তারা বিশ্বাস করতেন যে যুক্তি হল - পরিণাম,

Scanned with CamScanner

vii) কিভাবে রাষ্ট্রীয় জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় বা রাষ্ট্রীয় জীবনের স্থায়িত্বের ভিত্তি কি? এই সম্পর্কে কতকগুলি আদর্শমান ও নির্দেশনীতি গ্রীক চিন্তাবিদরা দিয়েছিলেন রাষ্ট্রকে আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা, তার কর্তব্য কর্মের প্রতি ইঙ্গিত করা, সুশাসনের ধারণাটিকে চিহ্নিত করা সবকিছুর মধ্যে ছিল গ্রীক চিন্তার উৎকর্ষ।

viii) আইন সম্পর্কে গ্রীকদের ধারণা তাদের যুক্তির উপর বিশ্বাসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল। আইনকে রাষ্ট্রের প্রাণবায়ু বলে মনে করতেন। গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তাবিদরা ন্যায়বিচারকে এক গুরুত্বপূর্ণ গুণ হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। চিন্তাবিদরা মনে করতেন আইন ও ন্যায় বিচার একই মুদ্রার দুটি দিক এবং তাদের মতে ন্যায় ছিল যা আইন অনুসারে সিদ্ধ।

প্রাচীন গ্রীসের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রচিন্তায় ব্যক্তিকে সমগ্র সমাজের সংযুক্ত অংশরূপে গণ্য করা হত। তবে হেলেনীয় জগতের নগররাষ্ট্রীক ব্যবস্থায় নাগরিকতা ছিল সীমাবদ্ধ। যার প্রতিফলন গ্রীসীয় রাষ্ট্রচিন্তায় লক্ষ্য করা যায়। এসময় ক্রীতদাস প্রথাকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করা হয়েছিল। এমনকি অ্যারিস্টটলও ক্রীতদাসকে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানরূপে তুলে ধরেছেন। তবে দাসদের নাগরিক অধিকার ছিল না।

পরিশেষে বলা যায় রাষ্ট্রকে সমস্ত সামাজিক সংগঠনের শীর্ষ স্থানীয় বলে মনে করা হত। এভাবে রাষ্ট্রের সামাজিক ও নৈতিক মান নির্ণয় করা হয়েছিল। অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রকে মঙ্গলময় জীবন গড়ে তোলার মাধ্যম রূপে দেখেছিলেন। এই মঙ্গল যেমন বিষয়গত জীবনের, তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রেও প্রসারিত ছিল। অতএব বলা যায় যে, মনোভাব যাই থাকুক না কেন সেই সময় রাষ্ট্র সম্পর্কে এরূপ ধারণা গুরুত্ব পেয়েছিল যে, রাষ্ট্র যদি মনে করে তাহলে ব্যক্তিজীবনের অতিক্ষুদ্র বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই সর্বাত্মক রাষ্ট্রের ধারণা পরবর্তীকালে ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তার ধারাকে দীর্ঘদিন নিয়ন্ত্রণ করেছে।

— ০ —

Scanned with CamScanner